যুগান্তর

তারিখ ... 7 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ৭ ... .

ছাত্রদলের তিন কমিটি বিলুপ্ত, চার নেতা বহিষ্কার : বিক্ষোভ অব্যাহত

মুশতাক আহমদ

অবশেষে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এবং উত্তর শাখার কমিটিও বিলুপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হওয়ার দায়ে ভেঙে দেয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মামুনুর রশীদ, যুগ্ম সম্পাদক একরামুল হাসান ও সাদিউল কবীর নীরবকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদও কেড়ে নেয়া হয়েছে। সোমবার রাতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে। অন্যদিকে নতুন কমিটিবিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত

বহিষ্কার : পৃষ্ঠা ২ : ক৪০ ছবি : পৃষ্ঠা ১৬

এদিকে জিয়া পরিবারের সদস্যদের ও দেশবাসীর নিরাপত্তা দাবি, টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদ এবং আওয়ামী লীগের ছয় মাস পূর্তিকে সামনে রেখে ছাত্রদল মহানগরে মিছিল বের করেছে। মিছিল শেষে নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয়ের সামনে সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে টুকু বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং জিয়া পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে অবিলম্বে আইন পাস করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি শহীদুল ইসলাম বাবুল, যুগ্ম সম্পাদক আনিকুজ্জামান পিলুল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন বক্তৃতা করেন।

বহিষ্কার : চার নেতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদবঞ্চিতদের পক্ষে দুপুরে মানববন্ধন আর বিকালে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল হয়। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার কিছু নেতাকর্মী বিকালে ওই মিছিল শেষে নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয়ে হানা দেয়। জানা গেছে, এ সময় তারা কার্যালয়ের চেয়ার-টেবিল ভাংচুর করে এবং নতুন কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে টানানো ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে।

সংগঠনের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, আগামী তিন-চারদিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় ৫১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষিত হচ্ছে। একজনকে আহ্বায়ক এবং ৯ জন যুগ্ম আহ্বায়ক করে গঠন করা হবে ওই কমিটি। কমিটির মেয়াদ হবে তিন মাস। এর মধ্যে এরা বিভিন্ন হল এবং বিভাগ কমিটি গঠন করে সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করে বিদায় নেবেন। সংগঠনের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু জানান, অচিরেই ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর শাখারও আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে।

ইতিপূর্বে ঢাবি শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছিল ২০০৫ সালে। আর মহানগর শাখা দুটির কমিটি গঠন করা হয়েছিল ২০০৩ সালে। সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এসব কমিটির মেয়াদ ছিল এক বছর। কিন্তু এরা চার থেকে ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে পদাসীন ছিলেন। ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু জানান, তখনকার সাংগঠনিক এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কমিটি এতদিন কার্যকর ছিল। আর সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলিম জানান, ম্যাডামের নির্দেশনা অনুযায়ী তারা রানিং (নিয়মিত) ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবেন। মূলত তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারুণ্যনির্ভর ও মেধাবী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে চান। ছাত্র রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে দেশনেত্রীর যে নির্দেশনা রয়েছে, তা তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু করতে চান। তিনি আরও জানান, মহানগর কমিটি গঠনে ত্যাগ আর জনপ্রিয়তাই মূল মানদণ্ড হবে।

দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কমিটি নিয়মিত ছাত্রদের সমন্বয়ে গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মেধাবী, জনপ্রিয়, দক্ষ, ত্যাগী এবং দলের প্রতি আনুগত্যশীল নেতাদের অগ্রাধিকারের নির্দেশনা রয়েছে তার। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য ওই কমিটিতে ভেঙে দেয়া কমিটির জুনিয়র সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ঠাঁই পাওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, আহ্বায়ক কমিটি গঠনের ব্যাপারে দু'ধরনের কাঠামো নিয়ে এগোচ্ছেন নেতৃবৃন্দ। একটি হচ্ছে, বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক পদমর্যাদার একজন সিনিয়র নেতার নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল শাখার নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন করা হবে। আর অন্য বিকল্প হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখারই ভেঙে দেয়া কমিটির কোন একজন নেতাকে আহ্বায়ক এবং হলসহ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার জুনিয়র নেতাদের মধ্যে যাদের গুরুত্ব রয়েছে, তাদের যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদস্য করা হবে। সেক্ষেত্রে কমিটিতে বিভিন্ন হল শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা স্থান পাচ্ছেন বলে জানা যায়। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এই দুই ফরমেটের আহ্বায়ক কমিটির সম্ভাব্য নেতা হওয়ার তালিকায় যারা আলোচনায় রয়েছেন তারা হলেন— শেখ আবদুল হালিম খোকন, আনোয়ারুল হক রয়েল, আহসানউদ্দিন খান লিপন, শহীদুল্লাহ ইমরান, মশিউর রহমান মিঠু, ওবায়দুল হক নাসির। এদের মধ্য থেকে যে কাউকে আহ্বায়ক ও বাকিদের যুগ্ম আহ্বায়ক করা হতে পারে। জানা গেছে, উল্লিখিত নেতাদের মধ্যে যদি সিনিয়র কেউ আহ্বায়ক হন, তবে বাকিরা হবেন যুগ্ম আহ্বায়ক। আর জুনিয়রদের কেউ আহ্বায়ক হলে সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র এবং হল পর্যায়ের বর্তমান ও সাবেকদের থেকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং সদস্য করা হবে। এক্ষেত্রে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন— ফেরদৌস আহমেদ মুন্না, মাহবুবুল আলম আজম, তরিকুল ইসলাম টিটু, আবদুল মান্নান ফরহাদ, তরুণ দে, মামুন বিল্লাহ, নাজমুল হাসান, ইশতিয়াক আহমেদ নাসির, মনিরুজ্জামান রেজিন, মনিরুল ইসলাম, পাইলট, মাহিদুল ইসলাম, মামুন বিল্লাহ, হুমায়ুন, মাসুদ খান পারভেজ, আবদুর রহীম সেতু, করিম সরকার, আতিকুল ইসলাম, রুহুল ইসলাম মনি, আমজাদ হোসেন সুজন, মহিদুল হাসান হিরু, আহমেদ সাইমুন, শামসুল আলম রানা, আদনান আলম বাবু, সাইফুল ইসলাম মামুন, আনিসুল ইসলাম রানা, আলমগীর হাসান সোহান, আমিনুল ইসলাম, ওয়াহাব, বিপ্লব শাহ, রুবেল, কবির হোসেন, কবির হোসেন (মিয়া), রাসেল মিয়া, মুক্তার হোসেন, শাহেদ, আইনুল হক অনিক, জাবেদ হাসান স্বাধীন, মিন্টু প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হানা ও মানববন্ধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কিছু নেতাকর্মী দুপুরের দিকে অপরাজেয় বাংলায় মানববন্ধন রচনা করে। এ সময় তারা বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত ফেস্টুন গলায় বহন করে। প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হয় এটি। মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে বয়স্কদের দ্বারা গঠিত কমিটি ভেঙে তরুণ এবং নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে কমিটি গঠনের আহ্বান জানানো হয়। কর্মসূচি শেষে ঢাবি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক আকরামুল হাসান বলেন, ছাত্রদল উল্টোপথে চলছে। প্রচার সম্পাদক মনিরুল ইসলাম বলেন, অযোগ্য ও ছাত্রসমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এমন ব্যক্তিদের কমিটিতে স্থান দেয়া হয়েছে। এদের বাদ না দিলে ছাত্রদল ভুল করবে। ছাত্রদলও চালাতে পারবে না। মামুন বিল্লাহ বলেন, কমিটিতে যে পাঁচজনকে স্থান দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে দু'জনের বোধ হয় ছাত্রদলেই গ্রহণযোগ্যতা নেই। বাকিদের ব্যাপারে তার কোন ক্ষোভ নেই। কেননা, এদের পরিবর্তে যাদের দেয়ার কথা শোনা গেছে তারাও বুড়ো।

অন্যদিকে বিকাল পাঁচটার দিকে মহানগর দক্ষিণ শাখার সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রশীদের অনুসারী কিছু নেতাকর্মী নয়াপল্টন এলাকায় মিছিল বের করে। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হানা দেয়। সেখানে তারা কার্যালয়ের চেয়ার-টেবিল ভাংচুর করে। নতুন নেতৃবৃন্দের নাম ধরেও গালাগাল করে। এছাড়া তাদের স্বাগত জানিয়ে টানানো বিভিন্ন ব্যানার ছিঁড়ে নিয়ে যায়। এদিকে সন্ধ্যা ৭টার দিকে দলীয় কার্যালয়ে আসেন নতুন পাঁচ নেতা। এ সময় তাদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেনসহ ঢাকা মহানগর ও বিভিন্ন শাখার নেতাকর্মীরা ছিলেন।

জিয়া পরিবারের নিরাপত্তার দাবিতে মিছিল